সংবাদ

তারিখ ..14 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ... ৬... কলাম ... ৫ ...

ইতিহাস বিকৃতি এবং ঢাবি উপাচার্যের ওপর হামলা

তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে কবে!

গত ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের স্মরণিকায় তথ্য বিভ্রাটকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া তুলকালাম কাণ্ড সম্পর্কে এখনও কোন তদন্ত কমিটিই গঠন করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের স্মরণিকার একটি নিবন্ধে জিয়াউর রহমানকে 'প্রথম রাষ্ট্রপতি' উল্লেখ করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। এটিকে ইতিহাস বিকৃতি হিসেবে উল্লেখ করে ছাত্রলীগ নেতারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে তার কক্ষে তালাবন্দী করে রাখার পাশাপাশি উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের গাড়ি ভাঙচুর করে তার বাসভবনে ঢোকার প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়। গত বুধবার এ নিয়ে সহযোগী দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, তাদের আন্দোলন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, যারাই ইতিহাস বিকৃতির সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধেই সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিতে হবে। উপাচার্যের গাড়িতে হামলা, ভাঙচুর এবং বাসভবনে তালার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করে বলেন, এটা সাধারণ ছাত্ররা করেছে, তারা বরং নিবৃত্ত করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের স্মরণিকার নিবন্ধে এই ভুল কেন করা হলো, সেটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনার দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো না কেন সেটাই আমাদের প্রশ্ন। ছাত্রলীগ উপাচার্যের গাড়ি এবং বাড়িতে যে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ সেই ঘটনায়ও কোন মামলা হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে হামলার সঙ্গে ছাত্রলীগ জড়িত বলেই কি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি বা হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তো উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেটা করেনি। এ বিষয়ে কোন মামলা করা হবে কিনা, তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আমজাদ আলী বলেন, এখনও মামলা হয়নি। আরও আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আমরা চাই, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হোক। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের স্মরণিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে যে ইতিহাস বিকৃতি ঘটানো হয়েছে সেটা যেমন তদন্ত করতে হবে, তেমনি ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ওপর যে হামলা চালিয়েছে সেটাও তদন্ত করে অপরাধীদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই লক্ষ্যে কালবিলম্ব না করে অতি দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।